প্রথম আলো

তারিখ 7 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ইডেন কলেজকে বহিরাগতমুক্ত করতে নতুন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বহিরাগত এবং ছাত্রত্ব নেই এমন শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে ইডেন কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কলেজ কর্তৃপক্ষ নতুন কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। কলেজে অধ্যয়নরত বৈধ শিক্ষার্থীদের সব সময় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক করাসহ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হোস্টেল সুপারদের বৈঠকে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ বৈঠক হয়।

বেগম জেবুন্নেসা ছাত্রীনিবাসের হোস্টেল সুপার মাহমুদা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, কলেজের সব ছাত্রীনিবাস বহিরাগতমুক্ত করতে বৈধ শিক্ষার্থীদের সব সময় (ছাত্রীনিবাসে অবস্থানের সময়ও) পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা, প্রতিবর্ষের পরিচয়পত্র নবায়ন করাসহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাব বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব ছাত্রীনিবাস বহিরাগতমুক্ত করা হবে। পরিচয়পত্র ছাড়া কিংবা ভুয়া পরিচয়পত্র নিয়ে যারা ছাত্রীনিবাসে অবস্থান করছেন, তাদেরও বের করে দেওয়া হবে।

এর আগে ইডেন কলেজ কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। কলেজ সূত্র জানায়, এ তালিকায় ছাত্রত্ব নেই কিংবা বহিরাগত ২২ জন ছাত্রদল নেত্রীর নাম রয়েছে। এ ছাড়া গত রোববার রাতে চারটি ছাত্রীনিবাসের দেয়ালে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, যেসব বহিরাগত মেয়ে অবৈধভাবে ছাত্রীনিবাসে অবস্থান করছেন, তাদের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সসম্মানে ছাত্রীনিবাস ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলো। এরপরও যদি কেউ ছাত্রীনিবাসে অবস্থান করেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

তবে এ নোটিশের সময়সীমা পার হয়ে গেলেও, ইডেনের ছাত্রীনিবাস এখনো বহিরাগতমুক্ত হয়নি। গতকাল দুপুরে কলেজের বিভিন্ন বর্ষের একাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* অভিযোগ করেছেন, বহিরাগত নেত্রীরাই সাধারণ বৈধ শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইছেন। তাদের মাধ্যমেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, কলেজে এখনো সেলিনা সুলতানা নিশীতা, শাহীনুর বেগম সাগর, তাসলিমা আক্তার রেহানা, সাফিয়া সুলতানা রুমা, শিরীন পদ্ম, লাকি, রোজি, জেনি, রুমা, সীমা ও ঊর্মীদের উৎপাতে সবাই অতিষ্ঠ।

এ ব্যাপারে ছাত্রদল নেত্রী সেলিনা সুলতানা নিশীতা *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দুই-তিনবার পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও ছাত্রত্ব বহাল রাখা যায়। তিনি সেভাবেই ছাত্রীনিবাসে রয়েছেন। 'আপনার স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষা বর্ষ কত?' প্রতিবেদকের এ প্রশ্নে তিনি শিক্ষাবর্ষের কথা জানাতে পারেননি।

এ ব্যাপারে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কেউই কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।